33

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 13 AUG 1996 পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রসঙ্গে

এ কথা কারও অজানা নয় যে, বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থায় এখন চলছে কৃত্রিম সঙ্কট ও চরম বিশৃঙ্খলা। আমাদের হাসপাতাল আছে, ওষুধ আছে, ডাক্তারও আছে—নেই শুধু চিকিৎসা। অবশ্য এ বক্তব্য কেবল শহর এলাকার জন্য; কারণ গ্রামকে তো বহু আগেই চিকিৎসা ব্যবস্থার আওতার বাইরে ঠেলে দেয়া হয়েছে। শহরের চিকিৎসা

শফিকুল ইসলাম

ব্যবস্থারও অবসান ঘটেছে ডাক্তারদের বাণিজ্য-সংস্কৃতির মানসিকতা পূর্ণতা লাভ করার পর। কলকাতার একজন বড় মাপের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখাতে ফী লাগে ১০০ টাকা। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশে লাগে ২০০ থেকে ৪০০ টাকা। এ ছাড়া ল্যাবরেটরি থেকে কমিশন প্রাপ্তির লোভে অহেতুক পরীক্ষা-নিরীক্ষা তো আছেই। এ দেশের ডাক্তারদের এই বাণিজ্য-সংস্কৃতি নিঃসন্দেহে উপনিবেশবাদের সাথে তুল্য। পার্থক্য কেবল এই যে, এ জন্য কোন কলোনি খুঁজে নিতে হয়নি, নিজের দেশে বসেই নিজ বাসভূমির মানুষকে শোষণ করে চলেছে। বলা বাহুল্য, ডাক্তারদের এই বাণিজ্য সংস্কৃতিই চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ

বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া দেখা যায়, বাংলাদেশের যে সব ডাক্তার একটু পসার জমিয়েছে, তারাই সেকেন্ড-মিনিট গুণে টাকা আয় করে। তাদেরকে টাকার মোহ পেয়ে বসেছে। তাদের কেবল টাকা চাই, অ-নে-ক টাকা। তাই রোগীকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণের দিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ নেই। লক্ষ্য হচ্ছে, কত কম সময়ে কত বেশি সংখ্যক রোগী দেখা যাবে এবং কত অধিক টাকা আয় করা যাবে।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের বাণিজ্য-সংস্কৃতির এই উন্মাতাল ঢেউয়ে তাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে, অনেক রোগ নির্ণয়েই মারাত্মক ভুল হয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন পূর্বে দৈনিক ইত্তেফাকের উপ-সম্পাদকীয়তে ছাপা হয়েছিল গুলশানের এক ধনী-ব্যক্তির মায়ের কথা। তার জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের বোর্ড বসেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো, পেটে আলসার হলেও

তার রোগ নির্ণয় হয়েছিল যক্ষা। ৯ মাস চিকিৎসার পর বিদেশে গিয়ে যখন ভুলটা ধরা পড়ল, তখন রোগীকে বাঁচানোর আর সময় ছিল না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রীর অসুস্থ অবস্থায় ডাক্তাররা বলেছেন, তার একটি কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে, অপরটিও নষ্ট হওয়ার পথে। রোগিনীর আত্মীয়রা রোগিনীকে নিয়ে গেলেন মাদ্রাজ। যেন তারা সকলেই মৃত। কিন্তু দু'একদিন পর হাসতে হাসতে ফিরে এলেন। তাদের ভিতর যেন এক নতুন প্রাণের, নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। ওখানকার ডাক্তার বলেছেন, মেয়েটির কিডনির কোন সমস্যাই নেই। সত্য যা তা হলো, জন্মগতভাবেই মেয়েটির একটি কিডনি ছোট, অন্যটি পুরোপুরি ভাল।

ঢাকার এক ভদ্রলোকের চোখের নার্ভে সমস্যা থাকায় প্রচণ্ড মাথাব্যথা হয়। এখানকার ডাক্তাররা রোগ নির্ণয় করল ব্রেন টিউমার। শুনে ভদ্রলোক অর্ধমৃত অবস্থায় বিদেশে গেলে সেখানকার ডাক্তারা বললেন, তার ব্রেন টিউমার হয়নি, সমস্যা চোখের নার্ভে। তিনি অপ্যারেশনের পর ভাল হয়ে ফিরে এলেন।

বস্তুত বাংলাদেশের ডাক্তারদের দায়িত্বহীনতা ও ব্যর্থতার ফিরিস্তি দেয়া সত্যি দুরূহ। এ ধরনের ভুল কচিৎ নয়, বা ব্যতিক্রমধর্মী কোন ঘটনাও নয়। এসব এখন স্বাভাবিক ও নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। শোনা যায়, বিদেশের ডাক্তাররা আমাদের ডাক্তারদের ভুল চিকিৎসা দেখে মুখ টিপে হাসেন।

আমার মনে দীর্ঘদিনের প্রশ্ন, কেন আমাদের দেশের হাসপাতাল আর ডাক্তার ফেলে দলে দলে মানুষ ভিড় জমাচ্ছে ভারতসহ বিভিন্ন দেশের হাসপাতালে? বাংলাদেশেও কিছু ভাল হাসপাতাল রয়েছে। সীট ভাড়াও আমাদের হাসপাতালগুলোতে কম। আমাদের ভাল ডাক্তার নেই তাও নয়। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ডাক্তারও আছে। তাহলে সমস্যা কোথায়?

বাংলাদেশে চিকিৎসা ব্যবস্থার যখন এই হাল তখন ডাক্তাররা তথাকথিত প্রকৃচির ব্যানারে ডিগ্রী ইঞ্জিনিয়ার ও কৃষিবিদদের সাথে আন্দোলনে নেমেছেন সচিব হওয়ার জন্য। দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা ধ্বংস করে আপন নেশা, আপন পেশা ছেড়ে প্রশাসক হওয়ার এমন অযৌক্তিক ও অন্যায় আন্দোলন কোন সভ্য দেশে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। কিন্তু বাংলাদেশে দীর্ঘদিনব্যাপী এ আন্দোলন চলছে। (চলবে)